নন্টে আর ফন্টে: নানান কীর্তি

নারায়ণ দেবনাথ

প্রথম পর্ব

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (প্রথম পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

পরদিন
কোথায় যাচ্ছিস রে নন্টে ?
স্যারের বন্ধুরা আসবেন, তাই স্যার রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন কবিরাজী কিনে আনতে বললেন। চল্ না !
আঃ! কি সুঘ্রাণ রে মাইরি! নাকে গেলেই জিভে জল এসে যায় !
যা বলেছিস! একদিন টেস্ট করতে হবে !
কি টেস্ট করবি রে ফন্টে ? আরে আরে, ঠোঙায় করে ও আবার কি নিয়ে যাচ্ছিস রে নন্টে ?
এদিকে নজর দিও না কেল্টুদা!
ইস ! আবার এই সব যা তা কিনে খাচ্ছিস ? তোদের জ্বালার জন্যে আর কতো অখাদ্য খেতে হবে বল দিকিনি ?
পনেরো মিনিট পরে
কে তোমাকে এসব অখাদ্য খেতে বলেছে ? ওরে বাবা! এখন আমি স্যারকে কি বলবো !
একঘন্টা পরে
এই যে স্যার ! জলযোগ সেরে মানিকজোড় এবার ডেরায় ফিরছেন !

কেলু, কান পাকড়ে দুটোকে আমার কাছে নিয়ে আয়!
কি রে কর্ণাকর্ষণ করবো না কি ?
কানে হাত দিওনা বলছি কেলুদা!
তোদের সাহসের বৃদ্ধি ঘটেছে বুঝতে পারছি। না হলে আমার আনতে দেওয়া জিনিস পেটস্থ করিস কি করে!
ন না স্যার— আ আমরা—
চোপ! কেলু নিজের চোখে তোদের কীর্তি দেখেছে! নেহাৎ কোমরের বাতের ব্যাথাটা চাগাড় দেওয়াতে তোদের পিঠে ডুগডুগি বাজাতে পারলুম না—কিন্তু আজ তোদের খাওয়া বন্ধ!
অ্যাঁ!
কেলু! ঠাকুরকে বলে দে ওদের যেন আজ খেতে না দেয়। আর তুই নজর রাখবি ওরা চুরি করে না খায়!
সে আর বলতে হবে না স্যার! আমি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবো!
ইস, স্যার তোদের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন অথচ আজ খাওয়ার কি দারুন মেনু!
শয়তান!

হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে একদিন বাগে পেলে এমন শিক্ষা দেবো !
দুজনে মিলে দেবো একদিন আচ্ছা করে পালিশ করে !
উলস ! ঠাকুর আজ মাংসের কোর্মাটা যা বানিয়েছিলো না – ইল্লুস ! তোদের ভাগটা আমিই নিয়ে এলুম হিঃ হিঃ !
তোদের অবশ্য একটু দেবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তাহলে স্যারের নির্দেশ অমান্য করা হতো। আর আমি আবার কোন গর্হিত কাজ করতে পারি না !
এটা এখন এখানে রইলো, একটু পরে এসে সরিয়ে নেবো।
উঃ, কি নৃশংস রে মাইরি !
আমাদের পৈটিক টরচার করে আমাদের খাবার আমাদেরই সামনে মেরে দিয়ে এঁটো থালাটা আবার এখানেই রেখে গেলো !
কিন্তু একটু পরেই
ঐ দেখুন স্যার ! এখনো ওখানে রয়েছে !

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (প্রথম পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

এই যে, এইটা দেখছিলাম কেলুদা !
কি ওটা ? দেখি দেখি কিসের কাগজ !
আরি সাবাশ ! এযে লুকোনো ধনভাণ্ডারের নক্সা বলে মনে হচ্ছে !
ওরে বাবা, গুপ্তধন !
এটা কোথায় পেয়েছিস বল্‌তো ?
খেলার মাঠের শেষে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরের ভেতর কাঠবেড়ালীর বাচ্চা ধরতে গিয়ে ইঁটের ফোঁকোরের মধ্যে পেয়েছি !
খবদ্দার, এ কথা আর কাউকে বলবি না। এটা আমার কাছে থাক, ভালো করে একটু দেখতে হবে।
সে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো কেলুদা ! কাক পক্ষীতেও টের পাবে না !
মার দিয়া কেল্লা ! হতভাগা দুটোকে দিয়ে মাটি খোঁড়াতে হবে। তারপর গুপ্তধনের বাক্স বা ঘড়া তুলবো আমি নিজে। কাল সকালে একবার ঠিক জায়গাটা দেখে আসতে হবে।
চটাস্‌!
পরদিন
চল্‌ দিকি, গিয়ে ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে।
খুব ভালো কেলুদা ! কিন্তু স্যর মদি—

আরে স্যারের ভাবনা তোদের ভাবতে হবে না,. সে রকম কিছু হলে আমি ম্যানেজ করে নেবো।
না কেলুদা! তুমিই যাও। আমরা আর ঠ্যাঙানি খেতে রাজী নই।
সত্যি কেলুদা! আগের অ্যাকশানের ব্যাথা এখনো গা থেকে যায় নি।
আর তা ছাড়া ওটা যে গুপ্তধনের নক্সা তারই বা ঠিক কি! তোমার ভুল তো হতে পারে?
ঠিকই কেলুদা! তুমি বরঞ্চ ভালো করে কাগজটা আর একবার দেখো।
তা তোরা যখন বলছিস তখন না হয় ভালো করে আর একবার দেখবো।
মনে হচ্ছে হতভাগারা আমার হাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখন আলতু ফালতু বলে নিরস্ত করতে চাইছে।
এ নির্ঘাত কোন গুপ্তধনেরই নক্সা! এই ধনরত্ন আমি উদ্ধার করবোই। ছোঁড়াদুটোর ওপরও একটু নজর রাখতে হবে।

পরদিন সকালে
এতো সকালে কোথায় যাচ্ছো কেল্টুদা? মর্ণিং ওয়াক করতে বুঝি?
নমা...ও হ্যাঁ!
আর শোন...তোদের কথাই ঠিক ওটা গুপ্তধনের ব্যাপার নয়— বাজে নক্সা একটা।
একদিকে ভালোই হলো ওটা যে ঠিক তা ওদের আর জানিয়ে দরকার নেই।
ছিঃ ছিঃ! নন্টে ফন্টে ভাবলো আমি মর্ণিংওয়াক করতে বেরিয়েছি। কিন্তু আসলে যাচ্ছি গুপ্তধনের হদিশ করতে।
ধনরত্ন যা পাবো তা আমারই থাকবে। তবে রত্নপেটিকার ডালা স্যারকে দিয়েই প্রথমে খোলাবো— ঐ তো ভাঙা মন্দির দেখা যাচ্ছে।
নক্সায় নির্দেশিত জায়গাটা এবার খুঁজে বের করি
এই তো পরিষ্কার দেখানো রয়েছে মন্দিরের দরজা থেকে পঁচিশ পা সামনে এগিয়ে আর দশ পা বাঁয়ে গিয়ে আবার আট পা—
ডানদিকে গিয়ে তিন পা আবার সামনে এগিয়ে একটা ছোট ঢিবি তারই নীচে মাটির তলায় রয়েছে গুপ্তধন—এই তো ঢিবি! একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে!

(পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

...ছয়...আট, নয়-দশ— ওরে বাবারে! পাতাল গহ্বর না কি?
না পাতাল গহ্বর নয়—কিন্তু এখানেই তো—এই তো পায়ে বাক্সের মতো কি ঠেকছে যেন!
এই তো পেয়েছি! মোহরের ঘড়া নয় রত্নপেটিকা! ডালা দেখছি তালা বন্ধ। এবারে ফিরে গিয়ে স্যারকে দিয়ে এই রত্নপেটিকার ডালা খোলাবো। স্যার দারুন খুশী হবে!
আরে! কেলুদা যে!
আমি জানতাম তোরা আসবি। নক্সাটাকে ভুয়ো বলে বুঝিয়ে নিজেরা গুপ্তধন হাতাবার তালে ছিলি। কিন্তু বন্ধু নন্টে আর ফন্টে, বড় সেট করে ফেলেছিস।
কিন্তু তোমার গায়ে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ কেন কেলুদা?
গুলি মার দুর্গন্ধে—দ্যাখ কি পেয়েছি! রত্নপেটিকা! যার নক্সা তোরা পেয়েছিলি। নিশ্চয়ই ঐ মন্দিরের পূজারীরা চুরি যাবার ভয়ে বিগ্রহের এই রত্নরাজি মাটিতে পুঁতে সেই জায়গার একটা নক্সা এঁকে মন্দিরে রেখে দিয়েছিলো!
দেখলি নন্টে! আমাদের বোকা বানিয়ে কেলুদা কেমন গুপ্তধন বাগিয়ে নিলো!
হিঃ হিঃ! তোরা নিজেদের খুব চালাক ভাবিস কি না!
কি তখন থেকে নাক চাপা দিয়ে আছিস! চল এবার ফিরি।
বড্ড পচা গোময়ের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেলুদা!
আমি কেলুদার সৌভাগ্যের খবর দিতে আগে যাই

তাড়াতাড়ি পা চালা নন্টে : রত্নপেটিকাটা মাথায় করে নি, কি বলিস?
তাই নাও কেল্টুদা! একসময় দেবতার ছিলো, এখন অবশ্য তোমার।
যাক, ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি — কি বলো কেল্টুদা?
হ্যাঁ, এবার স্যারকে দিয়ে এটা উদ্ঘাটন করাতে হবে। খবর দিতে যাচ্ছি বলে ফন্টেটা গেলো কোথায়!
এই যে আমি কেল্টুদা! কুম্ভকর্ণ-গুলোকে তুলতেই দেরী হয়ে গেলো। ওরা বিশ্বাসই করছিলো না। এবার স্বচক্ষে দেখুক সত্যি কি না।
সত্যিই তোরে মাইরি!
তোরা এখানে থাক। আমি স্যারকে ডেকে আনি। কেউ যেন হাত না দেয়।
তুমি নির্ভয়ে যাও কেল্টুদা! আমরা তোমার মাল পাহারা দিচ্ছি।
স্যার, আপনাকে একটু কষ্ট করে গাত্রোৎপাটন করে বাইরে আসতে হবে।
কেন? এঃ! একেবারে গন্ধমাদন গন্ধর্ব হয়ে এসেছিস দেখছি, এতো সকালে কি ব্যাপার?
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন করতে হবে স্যার!
রত্নপেটিকা উদ্ঘাটন! বিশেষ মাদক দ্রব্যের প্রভাব ঘটিত কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে।
না স্যার সেসব কিছু নয়! বাইরে এলেই বুঝতে পারবেন।

এই দেখুন স্যার রত্নপেটিকা! জঙ্গলের ধারে ভাঙা মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়ে পেয়েছি।
বটে বটে! তাহলে তো দেখতে হচ্ছে ভেতরে কি রত্ন আছে।
তালা তো দেখছি টানতেই খুলে গেলো। এবার দেখি ভেতরে কি আছে!
ওঃ, কত দীর্ঘ বছর পরে পেটিকাবদ্ধ রত্নরাজি আবার আলোর মুখ দেখবে।
অ্যাঁও!
আঁই!
ক্রোয়াঁক!
একি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি।
ওরে বাবারে! শীগগির আমাকে ঘরে নিয়ে চলুন
চক্রান্ত স্যার, ওদের চক্রান্ত— ওফ্!
হতচ্ছাড়া পাজী! আমাকে বিছানা থেকে উৎপাটন করে রত্নপেটিকা উদ্ঘাটনের রসিকতা করেছিস—
এবার তোকে একেবারে বোর্ডিং থেকে উৎপাটন করে ছাড়বো হতচ্ছাড়া বেল্লিক মর্কট!
ফন্টে, আমাদের অপারেশান কেল্টু কি রকম হলো বল্‌তো?
পুরো সাকসেসফুল!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এবারে গাছটায় খুব লিচু হয়েছে দেখছি! কিন্তু পাহারা দিতে না পারলে সব লোপাট হয়ে যাবে।
নিজে তো পারবো না, দেখি কেলুকে বলে যদি রাজী করাতে পারি।
কেলু, আমার বাগানের লিচুগাছটায় এবার দেখছি খুব লিচু ধরেছে। কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা না করলে যে একটা লিচুও আর গাছে থাকবে না—
—তাই বলছিলুম, তুই যদি নন্টে আর ফন্টেকে সঙ্গে নিয়ে পাহারা ব্যবস্থাটা করতিস তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো।
কোন চিন্তা করবেন না স্যার। পাহারার ব্যবস্থা করছি। দেখবেন লিচু তো দূরের কথা, একটা পাতাও কেউ নিতে পারবে না।
বুঝলি নন্টে আর ফন্টে! স্যারের লিচুগাছ পাহারা দেবার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে তোদের থাকতে হবে, স্যারের নির্দেশ।
স্যারের নির্দেশ মানবো, কিন্তু তোমার নির্দেশও মানতে হবে না কি?
ওরে আমার নির্দেশই স্যারের নির্দেশ আর স্যারের নির্দেশই আমার নির্দেশ বলে জানবি!

তাহলে আজ রাত থেকেই পাহারা দেওয়া শুরু হবে।
ঠিক আছে, সময় মতো ডেকে নিয়ে যাবে।
লিচু পাহারা দিতে গিয়ে কিছু লিচু আমাদের পেটে চালান হতে পারে কি বলিস?
ঠিক বলেছিস! গাছ থেকে পাড়ো আর খাও!
রাত্রে
দারুণ লিচু হয়েছে রে! কিন্তু এই লিচুদের আমরা এখন রক্ষা করবো। আমাদের প্রাণ গেলেও কারোকে এদের নষ্ট করতে দেবো না।
কিন্তু কেলুদা, আমাদের হাতে ওদের দু'চারটের প্রাণ নষ্ট হবে না?
খবরদার নন্টে, ও কথা দ্বিতীয়বার মুখে আনবি না। আমরা এদের রক্ষক হয়ে কিনা ভক্ষক হবো? কভী নেহী!
কিন্তু—
নো কিন্তু! এতে কোন কিন্তু নেই। তবে হ্যাঁ! আমার নির্দেশও যখন স্যারের নির্দেশ, তখন নিজের নির্দেশে আমি এই লিচুদের গুণাগুণ, মানে কতটা টক আর মিষ্টি, এটা পরীক্ষা করতে পারি। বুঝেছিস?
বুঝেছি।
কি বুঝেছিস?
তুমি লিচু খাবে, আমরা খাবো না।
বাঃ, ঠিক বুঝেছিস। নে এবার চটপট উঠে পড়!

হতচ্ছাড়া কেল্টো নিজে লিচু সাঁটাবে বলে এই রাতে আমাকে গাছে ওঠালো!
আজ তো এদের বেশ মিষ্টি গুণসম্পন্ন বলেই মনে হচ্ছে! কাল অবশ্য আবার দেখতে হবে গুণের কোন তারতম্য হয় কি না।
কেল্টুদা! তুমি একাই এদের গুণ পরীক্ষা করছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে?
পরদিন সকালে
কাল কেল্টোটার বজ্জাতি দেখলি তো? আমাকে দিয়ে অতোগুলি লিচু পাড়িয়ে একাই মেরে দিলে!
আজ রাতেও তো আবার সাঁটাবে।
হতচ্ছাড়াটা খেয়ে যাবে আর আমরা শুধু দেখবো?
দাঁড়া, একটা চমৎকার মতলব এসেছে! তোকে বলি শোন...
ওঃ! দারুণ মতলব বের করেছিস মাইরি!
রাত্রে
তোরা রেডি তো— এ কি ফন্টে কৈ?
ওর খুব ইয়ে হচ্ছে কেল্টুদা! ঘন্টা অন্তর মগ হাতে ছুটছে! এখন বোধহয় আবার সেখানেই ছুটেছে!
সুতরাং
হতভাগার পেটের ঠিক নেই, আবার লিচু খেতে সাধ হয়েছিলো!
তা যা বলেছো কেল্টুদা!

কিছু পরে
নন্টে, আজ তো তোকেই পাড়তে হবে। নে এবার দেরী না করে উঠে পড়!
এইযে কেলুদা, এখনি উঠছি!
কিন্তু
কিরে? ওরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?
কে-কেলুদা, তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে কে লিচু পেড়ে খাচ্ছে!
কি, লিচু পেড়ে খাচ্ছে! কার এতো সাহস যে, আমি এখানে পাহারায় আছি জেনেও সে লিচু খেতে এ-সে-ছে! ওক! ন ন্ ট্টে-এএ!
আরেঁ কেঁল্টো নাঁকি? তোঁকেঁই তো আমিঁ খুঁজে বেঁড়াঁচ্ছি!
ক্যা-ক্যানো-আ-আ-আমাকে খুঁজছেন ক্যা-ক্যানো?
তোর মুণ্ডুটা ছিঁড়বো বলে! লিচুর বদলে আজ তোর মুণ্ডুটাই আগে খাবো!
ওরে বাবারে! নন্টে তুই কোথায় রে? ভূতে আমায় খেয়ে ফেল্লে রে!
হিঃ হিঃ!
কি রকম রণপায়ের মতলব বের করেছিলুম বল্‌তো নন্টে?
অপূর্ব! এক ঢিলে দুই পাখী! কেলুকেও ভয় পাইয়ে তাড়ানো হলো, আর এখন গাছে না উঠেও লিচু পাড়া হচ্ছে!
ঠিক বলেছিস। এখন পকেটে বোঝাই করছি, একটু পরে পেটে বোঝাই করবো!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল ছুটির পরে
আমি একটা দারুণ দূরবীন বানিয়েছি ফন্টে! তোকে দিয়েই উদ্বোধন করাবো।
চোখে লাগিয়ে দ্যাখ্‌তো আমাকে দেখতে পাস কিনা?
কই রে নন্টে! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!
দেখবি, দেখবি! দূরবীনটা আর একটু উঁচু কর তাহলেই দেখবি।
কই কিছুই তো— আলগ!
এতক্ষণে তাহলে দেখতে পেয়েছিস! হিঃ হিঃ!
এটা কি হলো নন্টে?
দূরবীনটা তুই উদ্বোধন করলি ফন্টে— হাঃ হাঃ হাঃ!
আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিস, এবার এটা দিয়ে তোকে শোধন করিয়ে দিচ্ছি— ওকি!
গেল, গেল বেচারা!
অন্ধ ভিখিরিটার পেছনে ক্ষ্যাপা ষাঁড়!

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (প্রথম পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
অত কাছে বড় মাছ খায় না। আমি ছিপে তাই লম্বা সুতো বেঁধে নিয়েছি। দেখবি কি রকম একখানা বিশ কিলোর তুলি।
দ্যাখ আমার বঁড়শী! কত দূরে ফেলি।
হিঃ-হিঃ! পুঁটি মাছ উঠবে তোর ছিপে।
ঝপাস!
অ্যাই মরেচে!
এটা কি হলো নন্টে?
হাঃ-হাঃ! মাছের বদলে কিনা তুই আমার ছিপে ধরা পড়লি ফন্টে!
এমন সময়
গেলো গেলো
যাঃ, একটা বাচ্চা জলে পড়ে গ্যাছে!

আমি সাঁতরে গিয়ে ওকে ধরছি, তারপর তুই আমাদের টেনে তুলবি— বুঝলি নন্টে!
ও, কে. তুই নির্ভয়ে এগিয়ে যা ফন্টে!
আমি ওকে ধরেছি। এবার তুই ছিপে টান দে নন্টে!
আঁ আঁ!
হেঁইও! হেঁইও!
বেঁচে থাকো! তোমাদের জন্যেই আবার ওকে ফিরে পেলুম।
একবার ছিপটাকে হাতে নিলে হয়!
এবার কোথায় যাবি হতচ্ছাড়া!
আরে, আরে! এ কি হচ্ছে ফন্টে?
ঝপাস!
বিশ কিলোর মাছটা তোকে ঝাপটা মেরে জলে ফেলে দিল রে নন্টে!
পাড়ায় পেলে তোর টেংরি খুলে নেবো ফন্টে!
আমিও তোর মুণ্ডু খসিয়ে দেবো নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি চমৎকার কাঁচামিঠে আম রে মাইরি ফন্টে!
আমাকে নীচে পাহারায় রেখে, তখন থেকে তুই-ই খালি খেয়ে যাচ্ছিস।
এবার না দিলে আমি কিন্তু চ্যাঁচাবো নন্টে!
আরে! ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন?
আম গাছে কে র‍্যা? দাঁড়া, আম খাওয়া বের করছি!
ফন্টে! আমাকে ফেলে যাসনে— ও-ও-ও-ও!
ওফ্!
হতচ্ছাড়া বেল্লিক ফন্টেটাকে আজ দেখে নেবো।
ইস্! তোর নাকটা একেবারে ল্যাংড়া আম হয়ে গেছে রে নন্টে, হিঃ-হিঃ!
এই আধলা ঝেড়ে তোর নাক আমি ফজলি আম বানিয়ে ছাড়বো বেল্লিক! তার জন্যেই তো এরকম হলো।
সহসা
কী? আমাকে আধলা ইঁট ঝাড়বি? তাহলে আমি তোকে—
আগুন! আগুন!
এইরে! ঘরে আগুন লেগে গেছে নাকি?

ওরে বাবারে! যে ঘরে আগুন ধরেছে, ঐ ঘরে একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। হায় ভগবান এখন কি হবে?
সে কি? শিগগির ওকে বার করে আনুন।
কিন্তু দরজায় যে চাবি লাগানো, আর চাবিটাই পাচ্ছি না। দমকল আসতে আসতে বিছানায় যদি আগুন ধরে যায়। কেন মরতে চাবি বন্ধ করেছিলুম, ওঃ হো-হো!
ঘাবড়াবেন না। ঐ জানলা দিয়ে আমি ওকে বের করে আনছি।
সাবাস, নন্টে ঢুকতে পেরেছে!
এনেছিস? গুড! এবার ডালটা ধরে ঝুলে পড় নন্টে! আমি তোকে ঠিক ক্যাচ লুফে নেবো।
অলরাইট! ঠিক ধরিস কিন্তু ফন্টে!
উফ্!
মরেচে!
দুষ্টো আমি খাচ্ছিলি বলে তখন যা তা বলেছি, অথচ তোদের জন্যেই ওকে আবার ফিরে পেলুম।
একটু পরে
তুই ইচ্ছে করে আমার নাকের ওপর পড়েছিস। আমি তোকে—
ক্যাচ ধরবার নাম করে ফেলে দিয়ে এখন চালাকি! তোকে—
খবদ্দার ফন্টে! মেরেছিস কি মেরেছি।
খবদ্দার! মেরেছিস কি আমিও মেরেছি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে
স্যার! এবারে নাটক থেকে আমরা বাদ?
হ্যাঁ, বাদ!
কেন স্যার?
আমার খুশী! আমি নাটকের পরিচালক, যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে করাবো। তোদের কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?
এবার ভেবেছিলাম কুরুরাজের ভগ্নউরু নাটকে তুই আর আমি চুটিয়ে গদাযুদ্ধ করবো। আর স্যার আমাদের কাট করে দিলে মাইরি! বলে ওটা ভুনো আর চুনো করবে।
করাচ্ছি!
ভুনো, চুনোকে দিয়ে স্যার খুব জোর গদাযুদ্ধের মহড়া দেওয়াচ্ছে। আরি ব্বাস, এতো ছারপোকা! এ দিয়ে কি হবে?
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমরাও সৈন্য ছাড়বো!
অভিনয়ের দিন
এদিকে কেউ আসে কি না নজর রাখ।
সাজঘর

নাটক আরম্ভের কিছু আগে
তোরা তৈরি হ! একটু পরেই তোদের গদা যুদ্ধের দৃশ্য
আমরা তৈরি স্যার! খালি চুলটা পরে নেবো!
গদাযুদ্ধের দৃশ্যে
আরে, আরে দুরাচার— পাঠাইব আজি তোরে যমন সদনে!
বৃথা তোর আস্ফালন মধ্যম পাণ্ডব, দেখা যাবে বাহু তোর কত শক্তি ধরে!
গদাঘাতে চূর্ণ তবে করি এবে তোরে— উফ্!
হাঃ হাঃ হাঃ! জয় পেয়ে গেলি ওরে মধ্যম পাণ্ডব- বাপরে!
বাবারে! খেয়ে ফেললে রে!
দাদা রে, জ্বলে গেলো রে!
ওরে কে কোথায় আছিস, যবনিকাটা ফেলে দে!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!
হোঃ হোঃ!
নন্টে! আমার সেনাবাহিনী কি রকম পরাক্রম দেখালো বলতো?
সত্যি ফন্টে, তুলনা নেই!

নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি (প্রথম পর্ব)—নারায়ণ দেবনাথ

এই যে, ঠাকুর ওর পোষা বেড়ালের জন্যে মাছ লুকিয়ে রেখেছে। এইটা দিয়েই কাজ হাসিল করবো।
?
রান্নাঘর
স্যার আপনি যদি এখনি নন্টে আর ফন্টের ঘরে যান, তাহলে ওরাই যে মাছ ধরেছিলো তার প্রমাণ পাবেন।
ঠাকুরের বেড়ালটা আমাদের ঘরে যে রে!
খাটের নীচে ও ওটা কিসের থলে নিয়ে টানাটানি করছে বল্ তো?
থলের ভেতরে মাছ যে রে!
হতভাগাটা বোধহয় কোত্থেকে নিয়ে এসেছে। এখানে বসে খ্যাঁটাবার তালে ছিলো।
যেখান থেকেই আনুক বড় গন্ধ ছাড়ছে। জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দি!
ওঁফ্!

উফ! অ্যাই হতচ্ছাড়া, কাঁধ থেকে নখ সরা শিগগির!
হিঃ হিঃ! স্যার বেড়ালের পেছনে কি রকম ছুটেছে দ্যাখ্!
ফন্টে, এখন মনে হচ্ছে কেউ আমাদের বেকায়দায় ফেলার জন্যে ইচ্ছে করেই আমাদের ঘরে মাছ রেখে এসেছে এবং আমি অনুমান করেছি কে করেছে!
আমরাও কামারের এক ঘা লাগাচ্ছি।
কাজ সারা ফন্টে। স্যারের মাছ ধরার ছিপ পেয়ে গেছি। এবার চল্।
কেউ দেখেনি তো?
না।
গোবরবাবুর পুকুরে আর যখন মাছ ধরা যাবেই না, তখন ছিপটা যত্ন করে রেখে দি। কি বলিস ফন্টে?
সেই ভালো নন্টে!
হুঁ রাখাছি।
এবার নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, স্যার ওকে দেখেছে।
শব্দ কিসের? আরে একি! কেল্টু! এই তাহলে আসল ঘুঘু! শয়তানটা বোধহয় আবার ঐ পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছে।

গিয়ে দেখি কি করছে। তারপর একেবারে হাতে নাতে ধরবো।
স্যার নির্ঘাত পুকুরের দিকে গেলো। জল যা পেতেছি নন্টে আর ফন্টে ধরা পড়লো বলে। হিঃ হিঃ হিঃ!
ওহ্, কি সাংঘাতিক! এটা তো আমার মাছ ধরার ছিপ!
ছিপটা তুলে নি—আরে আরে, একটা মাছ দেখেছি বঁড়শী গিলেছে তাই এতো ভারী লেগেছে।
বোর্ডিংএর একজনকে একেবারে হাতে নাতে ধরেছি বাবু!
হেঁ হেঁ স্যার! নন্টে আর ফন্টের ছিপ পুকুরধারে পেয়েছেন তো? শুনলুম, কে নাকি ধরাও পড়েছে!
হিঃ হিঃ, স্যার এখন একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার! কি বলিস নন্টে?
ওঃ! মরে গেলে আর বাঁচবো না স্যার! ওরে বাবারে!
সেই অঙ্গারের ছ্যাঁকা এখন কেলো সর্বাঙ্গে টের পাচ্ছে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টেটা কুঁড়ে মেরে যাচ্ছে। স্যার বলেছেন ওদের সময়কে কাজে লাগাতে শেখাতে।
কেল্টো আসছে রে নন্টে! পালা এখান থেকে।
জানি ওরা পালাবে, তাই তৈরি হয়েই এসেছি।
তোদের শিল্পচর্চার ট্রেনিং দিতে স্যার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।
স্যার বলেছেন আধুনিক চিত্রকলার স্কুল প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রাইজ জিততে হবে।
দূর এসব আমাদের ভালো লাগেনা।
ভালো লাগেনা বললে তো চলবে না চাঁদ! পুরস্কার জেতা বলে কথা! চর্চা করতেই হবে। তবে আমি তোদের গণপদ্ধতিতে ট্রেনিং দেবো। নম্বর এক, লাল।

নম্বর ছয়, নীল। নম্বর আট, হলুদ। নম্বর পাঁচ, কালো।
নম্বর তেরো...
কেল্টুরাম!
চটলে চলবে না। শিক্ষাদানের পথে অনেক বাধা। ওরা যদি চিত্রকর্ম না করতে চায় তবে এই তাড়াতাড়ি জমে যাওয়া সিমেন্ট দিয়ে ওদের মূর্তি গড়ার ট্রেনিং দি।
ঠ্যালাগাড়িতে সিমেন্ট নিয়ে কেল্টা আসছে। দড়ি রেডি তো?
কেল্টো আমাদের আধুনিক শিল্পকলা প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পকর্ম দিতে বলেছিলো। এবারে আমরা দেবো।
আশ্চর্য! যেন জীবন্ত! নন্টে আর ফন্টেই বোধহয় পুরস্কার পাবে।
কেল্টুরামের প্রতিমূর্তি • ভাস্কর • নন্টে আর ফন্টে

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি রে নন্টে! ক'দিন ধরে তোর যে পাত্তাই নেই!
আর বলিস নে মাইরি! বাড়িতে গুরুদেব এসে লাইফ একেবারে হেল করে দিলে রে! রোজ চর্ব-চোষ্য খ্যাঁটাচ্ছে আর আমাকে দিয়ে গা, হাত-পা টেপাচ্ছে।
বলিস কি রে!
হ্যাঁরে ভাই! বাড়ির ঠ্যাঙানির ভয়ে মুখ বুঁজে সব করি।
ভেবে যে একটা প্ল্যান বের করবো সেই চান্সও পাচ্ছি না
বৎস নন্টু!
জ্বালালে মাইরি! চল্ না বাবাজীকে দেখে আসবি— যাই প্রভু!
ইটি কে? মিত্র! বাঃ! নাম কি? ফন্টু! বেশ বেশ! তোমরা দুই মিত্রতে পালা করে আমার গাত্র মর্দন করবে।
বৎস নন্টু! অগ্রে তুমি মর্দন আরম্ভ কর। এখন এক ঘটিকা, অপরাহ্ন তিন ঘটিকা থেকে ফন্টু মর্দন আরম্ভ করবে।
আচ্ছা প্রভু!
মর্দন করাচ্ছি প্রভু!

যা চাইছি বোধ হয় এখানেই তা পেতে পারি।
এখানে যাত্রা থিয়েটারের যাবতীয় পোষাক সুলভে ভাড়া পাওয়া যায়
পেয়ে গেছি— আর এদিকে মর্দনেরও সময় হয়েছে।
আ-আঃ! বৎস নন্টু! এবার তুমি বিশ্রাম গ্রহণ করে বৎস ফন্টুকে এখানে প্রেরণ কর।
আচ্ছা!
বৎস ফন্টু এসেছো? পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করছি বৎস! তোমাকে আর গাত্র মর্দন করতে হবে না—
পরিবর্তে যদ্যপি না আমি গভীর নিদ্রামগ্ন হই তদ্যপি তুমি আমার উদরদেশে হস্ত সঞ্চালন কর। কিন্তু বৎস, তোমার হস্ত এত লোমশ—
-কেন—আঁ্যাক্!
হুম! হুম!
বাবাগো খেয়ে ফেল্লে গো!
হিঃ হিঃ! কি রকম বুদ্ধি বার করেছি বল্‌তো নন্টে?
তুলনা নেই রে ফন্টে! হাঃ হাঃ!

নন্টে-ফন্টে'র জন্ম কোথায় ? কেমন সে রঙিন পত্রিকা

সুদীর্ঘ দুইদশক পূর্বের এক শারদপ্রাতে চমকে উঠেছিলেন বাংলার সাহিত্যিক, শি গুণীজনবৃন্দ। আর বাঁধভাঙা আনন্দে উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন বাঙালী কি সমাজ। প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই : "নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটল।" প্রথম আত্মপ্রক কিশোর-কিশোরীদের একেবারে নিজস্ব মুখপত্র—

কিশোর ভারতী : সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চ

তারপর থেকে সুদীর্ঘ দুইদশক ব্যাপী চলেছে তার সুদীর্ঘ প বিস্ময়কর এ পত্রিকার পথপরিক্রমায় এসেছে উত্তাল ঝঞ্ঝা-ঝ কিন্তু কিশোর ভারতী নিজস্ব নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে আপোসহীন অবিচল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কী তার নীতি

কিশোর ভারতী চায়, অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে এমন সব আশ্চর্য বিষয় তার কাছে তুলে ধরতে যা পড়ে তাদের মধ্যে জাগবে দুরন্ত কৌতূহল ও জ্ঞানের অপরি প্রসারিত ও স্বচ্ছ হবে দৃষ্টির দিগন্ত। সে চায় তার বন্ধুদের এমনভাবে প্রস্তুত ক ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে তারা হয় অপরাজেয়, ক্ষুধার ইস্পাতের মতো দৃঢ় ও দুর্বার।

কি থাকে কিশোর ভারতীতে ?

এক কথায় বলা মুশকিল। কি থাকে না সেখানে ? বিখ্যাত এক দৈনিক পত্রিক বলেছিলেন : "যা নেই ভারতে, তা আছে কিশোর ভারতীতে।"

কিশোর ভারতীতে থাকে সু-সম্পাদিত অজস্র গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ, বিজ্ঞান-রহস্য অভিযান-বিপ্লব ইত্যাদি নানান রসের ও স্বাদের ; এবং ছবিতে ভরা ছড়া-কবিতার কয়েক

আছে নন্টে-ফন্টের মতো একাধিক মনভরানে ছবিতে গল্পও।

শুধু কি তাই, কিশোর ভারতীতে মিলবে এমনসব আশ্চর্য বিভাগ, যা তার একেব কোথাও নেই, পাবেও না। যেমন,—বন্ধুদের অজস্র প্রশ্নের সওয়াল জবাব, হাতে-কলমে ক নিজে করো, মাথা খাটাবার ধাঁধা হেঁয়ালি ও লেখা ছবি পাঠাবর পাঠক-পাঠিকার আস দেবার দৃষ্টিকোণ।

এছাড়া আছে মানুষের 'মানুষ' হওয়ার কাহিনী, এই পৃথিবীর গল্প অপরূপ স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীনতার স্বপ্ন, ক্যাইজের জবাব দাও, সিনেমার তাজ্জব খব ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস, ছবিতে ভরা খেলাধুলো, পল্লীকথা গ্রাম থেকে গ্র ইত্যাদি অজস্র-অসংখ্য বিভাগের চোখধাঁধানে সমাবেশ।

আরও আছে প্রতিসংখ্যায় শিহরণজাগানো সত্য ঘটনা অবলম্বনে রুদ্ধশ্বাস প্রচ্ছ এবং নানা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার।

যেসব বন্ধুরা বিষয় খোঁজে, চায় দামী ও দুরন্ত লেখা পড়ে মন ভরাতে, জ্ঞা তাদের অনুরোধ—একবার যাচাই করো চটবে ভুলো না। প্রতি সংখ্যার দাম মাত্র